প্রথম আলো

তারিখ 13 APR 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

কামারুজ্জামানের ফাঁসির সমালোচনা

বুয়েটের শিক্ষক লাঞ্ছিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে জামায়াতের নেতা মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের ফাঁসির সমালোচনা করে মন্তব্য করায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) এক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল রোববার বেলা দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ কক্ষ থেকে তাঁকে টেনেহিচড়ে বের করে ক্যাফেটেরিয়ার সামনে এনে অপদস্থ করা হয়।

লাঞ্ছনার শিকার ওই শিক্ষক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম। ছাত্রলীগের নেতাদের অভিযোগ, তিনি ফেসবুকে কামারুজ্জামানের ফাঁসি হওয়াকে অবিচার হিসেবে অভিহিত করেছেন। শিক্ষক লাঞ্ছনার প্রতিবাদে বুয়েট শিক্ষক সমিতি ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে মুঠোফোনে জাহাঙ্গীর আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাকে অপমানিত ও নাজেহাল করার চেষ্টা করা হয়েছে।' কারণ জানতে চাইলে ফেসবুকে মন্তব্যের কথা স্বীকার করেন তিনি। কারা এ কাজ করেছে—জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'চেহারায় চিনি। ওরা বুয়েটেরই ছাত্র। তবে অন্য বিভাগের।'

ঘটনার সূত্রপাত সম্পর্কে জানা যায়, দীপু সরকার নামের একজন 'বুয়েটে আড্ডি পেতে শোনা' নামে একটি ফেসবুক গ্রুপে গত শনিবার রাত ১০টা ২৫ মিনিটে 'কামারুজ্জামানের ফাঁসি কার্যকর' শিরোনামে একটি অনলাইন সংবাদমাধ্যমের সংবাদ তুলে ধরেন (শেয়ার করেন)। সেখানে চন্দ্র নাথ নামের একজন প্রথমে 'জয় বাংলা' লিখে মন্তব্য করেন। এর নিচে জাহাঙ্গীর আলম রাত ১১টা ৪৬ মিনিটে 'জয় মা কালী, জয় ইন্ডিয়া' ও পরে সংশোধন করে 'জয় ইন্ডিয়া, জয় মাসল পাওয়ার, জয় পলিটিকস' লিখে মন্তব্য করেন।

ফেসবুকে অন্যরা এ কথার ব্যাখ্যা চাইলে জাহাঙ্গীর আলম বিভিন্ন সময়ে লেখেন, 'জয় বাংলা শুধু একটি দলকেই উপস্থাপন করে', 'জয় বাংলাদেশ বলুন। এটা অরাজনৈতিক। জয় বাংলা দুটি দেশকে উপস্থাপন করে।' সবশেষে একটি মন্তব্য করেন, 'কারেক্টেড : জয় ইন্ডিয়া, জয় মাসল পাওয়ার, জয় নেসটি পলিটিকস, জয় ইনজাস্টিস (সংশোধিত : ভারত, পেশিশক্তি, কদর্য রাজনীতি ও অবিচারের জয়)'।

এ বিষয়ে কথা বলতে গতকাল ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা জাহাঙ্গীর আলমের কক্ষে যান। সেখানে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তাঁকে টেনেহিচড়ে বাইরে নিয়ে আসা হয়। ক্যাফেটেরিয়ার সামনে তাঁর গায়ে হাত তোলা হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক শিক্ষার্থী জানিয়েছেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে জ্যেষ্ঠ নেতারা তাঁকে উপাচার্যের কার্যালয়ে নিয়ে যান। সেখানে তাঁরা উপাচার্যের কাছে অভিযোগ জানান।

ঘটনার পরপরই বুয়েটে গিয়ে দেখা যায়, প্রশাসনিক ভবনের সামনে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা জড়ো হয়েছেন। এ সময় সংগঠনটির বুয়েটের

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

শিক্ষক লাঞ্ছিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

নবগঠিত কমিটির সভাপতি শুভ্র জ্যোতি টিকাদার ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ উপস্থিত ছিলেন।

কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কামারুজ্জামানের ফাঁসি হওয়ায় আমরা আজ (গতকাল) স্যারের রুমে মিষ্টি নিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে তাঁর কাছে জানতে চাই, কেন তিনি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতামূলক কথা বলেছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে তিনি কোনো কথা বলবেন না। আমরা বললাম, আমাদের সঙ্গে না বলেন, তাহলে সবার সঙ্গে বলেন।'

সাঈদ বলেন, 'পরে তাঁকে ক্যাফেটেরিয়ার সামনে নিয়ে আসি। এ সময় পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছিল। অনেকে অনেক কথা বলছিল। পরে দ্রুত ভিসি ম্যাডামের কাছে নিয়ে যাই।'

আবু সাঈদ শিক্ষকের গায়ে হাত তোলার অভিযোগকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, 'পরিস্থিতি অন্য দিকে চলে যাচ্ছিল বলে তাঁকে ম্যাডামের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

জানতে চাইলে বুয়েটের উপাচার্য খালেদা ইকরাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ঘটনার তদন্ত করতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনার কারণ ও সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।' শিক্ষক সমিতির ক্লাস বর্জন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এখনো অফিশিয়াল রেজ্যুলেশন পাইনি। তাই এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না।'